সংবাদ

তারিখ 27 JAN 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৬

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

পদোন্নতি নীতিমালার খসড়া ৭ দিনের মধ্যে জমা দেয়ার নির্দেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ও কর্মকর্তাদের পদোন্নতি নীতিমালার খসড়া রিপোর্ট আগামী ৭ দিনের মধ্যে ভিসির কাছে পেশ করার জন্য নীতিমালা কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার মেডিকেল ভার্সিটির ভিসির কার্যালয় থেকে এ অনুরোধ করা হয়। এ পদোন্নতি নীতিমালা পাস হলে মেডিকেল ভার্সিটির প্রায় আড়াই হাজারের বেশি কর্মকর্তা তাদের মেধা ও সিনিয়রিটির ভিত্তিতে পদোন্নতি পাবেন।

অভিযোগ রয়েছে নীতিমালা না থাকায় গত ৮ বছরে অনেক অভিজ্ঞ কর্মকর্তার কোন পদোন্নতি হয়নি। আবার দলীয় বিবেচনায় যোগ্যতা ছাড়াই অনেক কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে মেডিকেল ভার্সিটিতে কর্মকর্তাদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

মেডিকেল ভার্সিটির প্রশাসনের একাধিক ঊর্ধ্বতন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

মেডিকেল ভার্সিটির ডেপুটি রেজিস্ট্রার ডা. কাজী এবায়েদুল্লাহ 'সংবাদ'কে জানান, গত ৯ বছর ধরে তিনি একই পদে দায়িত্ব পালন করছেন। পদোন্নতি নীতিমালা না থাকায় তার কোন পদোন্নতি হচ্ছে না। তার মতো আরও অনেকের কোন পদোন্নতি হচ্ছে না। এ নিয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। নীতিমালা তৈরি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে, এরপরও নীতিমালা পাস না হওয়ায় কর্মকর্তাদের মধ্যে এখন হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এ ব্যাপারে মেডিকেল ভার্সিটির ভিসি প্রফেসর মো. তাহিরের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, পদোন্নতি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে তিনি কমিটির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে শিগগিরই ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

কেবিন ব্লকে সন্ধ্যায় ডাক্তার থাকেন না

বাকী বিল্লাহ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল হাসপাতালে কেবিন ব্লকে সন্ধ্যায় কোন ডাক্তার থাকেন না। থাকে না কোন নিরাপত্তা। এ কারণে প্রতিনিয়ত রোগীদের মোবাইল, টাকা ও কাপড়-চোপড় প্রায়ই চুরির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, মেডিকেল কেবিন ব্লকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা ভিআইপি রোগীসহ অনেকেই চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন। তারা হাসপাতালের ফান্ডে অগ্রিম টাকা জমা দিয়ে কেবিনে ভর্তি হন। ভর্তি হওয়ার পর নার্স ও দু'একজন জুনিয়র ডাক্তার খোঁজ-খবর নিলেও সন্ধ্যার পর ডাক্তার থাকছেন বলে রোগীর স্বজনরা অভিযোগ করেন। ডাক্তারদের কল দেয়া হলেও নির্ধারিত সময়ে ডাক্তার পাওয়া যায় না। ফলে অসুস্থ রোগী আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে।

হাসপাতাল সূত্র জানায়, প্রতি কেবিন ফ্লোরে যেখানে দু'জন চিকিৎসক থাকার কথা, সেখানে সন্ধ্যায় কোন ডাক্তার থাকেন না। ডাক্তারকে মোবাইল বা টেলিফোনে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায় না। তখন রোগীদের একমাত্র ভরসা নার্স।

এদিকে কেবিন ব্লকে দু'জন নিরাপত্তা প্রহরী থাকার পরও সেখানে প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটে। এ চুরির খবর সব স্তরে জানলেও রহস্যজনক কারণে কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।